পাণ্ডবেশ্বরের দেওয়ালে ভরে উঠল নরেন্দ্রনাথের নাম, প্রার্থী নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চলের পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিজেপি তিওয়ারির এআই ডিজিটাল যুদ্ধের পাশাপাশি দেওয়াল লিখনে জমজমাট পাণ্ডবেশ্বর। চিরাচরিত প্রথায় পাণ্ডবেশ্বরের দেওয়ালে নানান স্লোগান তৃণমূলের। দেওয়ালে দেওয়ালে উঠে ফুটে উঠেছে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ছবি। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কটুক্তির বাক্য দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কী ফের শাসক দলের প্রার্থী হচ্ছেন? দল নাম ঘোষণা করার আগেই এলাকার বিভিন্ন দেওয়ালে জোড়া ফুল প্রার্থী হিসেবে জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম। এ থেকেই ছড়িয়েছে জল্পনা। বর্তমানে এই কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতির দায়িত্বও রয়েছেন তাঁর হাতে। যদিও স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ বাবু বা শাসক দলের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে বলেন, 'যারা এই ধরনের দেওয়াল লিখন করছেন, তাঁরা ভুল করছেন, তাঁদের আমি বারন করেছি।' নরেন বাবু আরও বলেন, 'লিখতে হবে জোড়া ফুলকেই চাই। কেননা দলের একটা আদর্শ আছে, দিদি যাকেই প্রার্থী করবেন দল এই বিধানসভায় তাঁকেই ভোট দিয়ে জয় লাভ করাবে।' উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা ও গোগলা এলাকায় প্রার্থী হিসেবে নরেন্দ্রনাথ বাবুর নাম-সহ বেশ কয়েকটি দেওয়াল লিখন সম্প্রতি নজরে এসেছে। গোগলা অঞ্চলের একাধিক দেওয়ালে শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম লেখা রয়েছে, বাকি অংশ রয়েছে ফাঁকা, একইভাবে পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা এলাকাতেও এই ধরনের দেওয়াল লিখন সামনে এল। নরেন বাবুর অনুগামীরা অতি উৎসাহে নরেন বাবুকেই আগামী ভোটে এই বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাইছেন এমনটাও লেখা হয়েছে দেওয়ালে। তবে প্রার্থীর নাম নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমনটা কোনও দেওয়ালে লেখা নেই। সরকারিভাবে প্রার্থী ঘোষণা হলেই দেওয়াল লিখনগুলি সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানান কেন্দ্রা অঞ্চল সভাপতি যমুনা ধীবর। বেশ কিছু দেওয়ালে 'যখন ডাকি তখনই পাই/তাই প্রার্থী হিসাবে নরেন দাকেই চাই' এই শব্দবন্ধ দিয়ে দেওয়াল লিখন করেছে কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে শাসক দলের স্থানীয় এক নেতা বলেন, দেওয়াল লিখনে আপাতত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 'যুব সাথী', লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচারকে।

নিকাশি বিপর্যয়! প্রশ্নের মুখে পরিকাঠামো

বৃষ্টির জলে ডুবে আরামবাগ মেডিক্যালের গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সামান্য রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মূল প্রবেশপথ। হাসপাতালের গেটের সামনে জমে থাকা কাদামিশ্রিত দূষিত জল পেরিয়েই রোগী, তাঁদের পরিজন ও সাধারণ মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন চিকিৎসার জন্য আসা মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে অল্প সময়ের জন্য বৃষ্টি হলেও, হাসপাতালের সামনের রাস্তায় জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত জল জমে যায়। সকালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা সমস্যায় পড়েন। অনেকেই অভিযোগ করেন, জরুরি পরিষেবার জন্য আসা রোগীদের স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার নিয়ে ঢুকতে গিয়ে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রোগীর এক পরিজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সামনে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের ভরসা কোথায় থাকবে? কাদা জল পেরিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে হচ্ছে, এতে সংক্রমণের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে থাকা নতুন ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাঁদের দাবি, স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। পিডব্লিউডি-কে ইতিমধ্যেই চিঠি করা হচ্ছে। এর আগেও রাস্তা নির্মাণের পাশাপাশি ড্রেন তৈরির কথা জানানো হয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।' অন্যদিকে, হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির জনসংযোগ আধিকারিক মিতালী বাগের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এই ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বর্তমান প্রশাসন উন্নয়নের বদলে অন্য কাজে ব্যস্ত। ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত মানুষকে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে। এরপর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে মেডিক্যাল কলেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিকাশি ব্যবস্থা-সহ সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে।' সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রবেশমুখে যদি বৃষ্টির সামান্য জলও জমে থাকে, তবে তা জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ? দ্রুত জল নিষ্কাশন ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী ও রোগীর পরিজনরা। এখন দেখার, সংশ্লিষ্ট দপ্তর কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

চুঁচুড়া-সহ একাধিক আদালতে হুমকি

সতর্কতামূলক তল্লাশি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ই-মেলে হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্যের একাধিক আদালতে। কোর্ট-সহ বিভিন্ন জেলায় আদালতে হুমকির মেল পৌঁছানোর খবর প্রকাশ্যে আসতেই সতর্ক হয়ে ওঠে প্রশাসন। সেই প্রেক্ষিতেই আগাম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তৎপরতা শুরু হয় মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের তরফে।হুমকির খবর পাওয়া মাত্রই আরামবাগ মহকুমা আদালত চত্বরে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। আদালত ভবনের ভিতরে ও বাইরে পুলিশের পাশাপাশি বোম ডিটেকশন টিম মোতায়েন করা হয়। আদালতে প্রবেশের মুখে জোরদার করা হয় নজরদারি। প্রত্যেক ব্যক্তি; আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী কিংবা আদালত কর্মী;সকলকেই হতচকিত হয়ে যান। বহু বিচারপ্রার্থী ও সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার স্বার্থে আদালত চত্বরের একটি অংশ থেকে সরে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আদালত প্রাঙ্গণের কিছু অংশ সাময়িকভাবে ফাঁকা করে দেওয়া হয়। তবে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা তল্লাশি অভিযানে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় আদালতের কাজকর্ম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রসঙ্গত, কে বা কারা এই হুমকির ই-মেল রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে পাঠিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, মেলের উৎস এবং প্রযুক্তিগত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সাইবার বিশেষজ্ঞদের তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু জানাতে নারাজ পুলিশ প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'বিভিন্ন কোর্টে হুমকি মেল আসার পর আগাম সতর্কতা হিসাবে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ ও বোম ডিটেকশন টিম উপস্থিত ছিল। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

বাঁশঝাড় কাটা নিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাঁশঝাড়ের দখলের প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর শাশুড়িকে পিটিয়ে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আক্রান্ত তৃণমূলের ওই প্রাক্তন সদস্যার স্বামী হামিদুর রহমান পুলিশের কাছে সিপিএম কর্মী নুরুল মিঁয়া, মুখ লেসুর রহমান, মুরশেদ শেখ, রুকসানা খাতুন-সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও এই ঘটনায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁরা বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহত দুই মহিলা চিকিৎসাধীন রয়েছেন মালদা মেডিক্যাল কলেজে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম নূরসেবা খাতুন (৩৫) এবং তার শাশুড়ি সাহেদা বেওয়া (৭২)। আহত এবং হামলাকারীদের বাড়িও শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর এলাকায়। পুলিশকে অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা নূরসেবা খাতুনের স্বামী হামিদুর রহমান জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তারা তৃণমূল দল করেন। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রীপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্যা ছিলেন নূরসেবা। তার স্ত্রী সেই সময় সিপিএমকে পরাজিত করেই জয়ী হয়েছিলেন। তারপর থেকে শুরু হয় রাজনৈতিক শত্রুতা। দীর্ঘদিন ধরেই তাদেরকে তৃণমূল করার জন্যই নানাভাবে হুমকি ও হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছিল। এদিন সকালে নিজেদের বাগানের বাঁশ ঝাড় কাটা নিয়ে প্রতিবেশী ওই সিপিএমের পরিবার আচমকায় বসচা শুরু করে। এরপর ওরা দলবল নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়। লাঠি ও লোহার রড দিয়ে আমার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এমনকি পিটিয়ে খুনের চেষ্টা চালানো হয়। আশেপাশের লোকজনের ছুটে আসলে হামলাকারীরা এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই পরিবারের একজন তথা শ্রীপুর রুরাল কমিটির সিপিএমের সদস্য মুখ লেসুর রহমান বলেন, 'ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। বরং ওরা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির একটি বাঁশঝাড়ের এলাকার দখল করে ভোগ করছিল। এনিয়েই দীর্ঘদিন ধরে গোলমাল চলছে। এদিন ওরা বাঁশ ঝাড় কেটে বিক্রি করছিল। তাতেই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। ওরাই বরং আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।' রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুটি পরিবারের মধ্যে হামলার ঘটনা ঘটেছে। নির্দিষ্টভাবে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। রাজনৈতিক বিষয় এখানে জড়িত আছে কিনা পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। তবে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মেমারিতে তৃণমূল নেতাদের নামে দুর্নীতির পোস্টারে ছয়লাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রচার। কিন্তু এরই মধ্যে রাতের অন্ধকারে মেমারি পৌর এলাকায় একাধিক তৃণমূল নেতার নামে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মেমারি পৌরসভার পৌরপতি স্বপন বিষয়ী, উপ পৌরপতি সুপ্রিয় সামন্ত, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য ও মেমারি ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই ব্যানার্জীর নাম উল্লেখ করে একাধিক দুর্নীতির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেই পোস্টারে। যদিও কে বা কারা এই ধরনের পোস্টার দিয়েছে, সেই বিষয়ে কারো কাছেই কোনওরকম সদুত্তর মেলেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব সরাসরি অভিযোগ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। যদিও বিরোধীদের তরফ থেকে এই ঘটনার সাথে কেউই জড়িত নয় বলেই জানিয়েছেন। মেমারি স্টেশন চত্বর-সহ স্টেশন বাজার এলাকার একাধিক জায়গায় রাতের অন্ধকারে কে বা কারা তৃণমূল বাঁচাও কমিটি মেমারি নামাঙ্কিত পোস্টার দেয়। মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য ও মেমারি এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই ব্যানার্জী জানিয়েছেন, 'দলকে বদনাম করার জন্যই এই কাজ বিরোধীরা করেছে। বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে তারা খতিয়ে দেখছে।'

বাঁকুড়ায় 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোটারদের মন পেতে, 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি শাসক দলের। ইন্দাস ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীঘলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় সাড়ে তিনশো জন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও শাসক দলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। 'লক্ষ্মীর ভান্ডারে'র পর এই শাড়ি উপহার পেয়ে তাঁরা তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'দিদি' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ বলেই জানিয়েছেন। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের শুধুমাত্র ভোটের সময় বলে নয় সবসময় মানুষের সাথে থাকে তাঁদের দল। মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন দলনেত্রী, আর সেই পথে হেঁটেই 'লক্ষ্মী বরণ' কর্মসূচি বলে তিনি দাবি করেন। যদিও বিষয়টি 'হাস্যকর' ও ভোটের আগে ড্রামা বলে দাবি বিজেপির ইন্দাস মণ্ডল-২ সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারীর। তিনি বলেন, 'যে রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন, সেখানে এই ধরণের অনুষ্ঠিনের কোনও যৌক্তিকতা নেই।'

আত্রেয়ীর তীরে 'নদীর পাঠশালা'

প্রকৃতি রক্ষার শপথ নিল শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'নদী বাঁচলে বাঁচবে মানুষ, আর নদী হারালে বিপন্ন হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এই অঙ্গীকারকে পাথেয় করেই মঙ্গলবার সকালে বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটে অনুষ্ঠিত হল এক অনন্য 'নদীর পাঠশালা'। পরিবেশপ্রেমী সংস্থা 'দিশারী সংকল্প'-এর মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগটি এদিন বাস্তবায়িত হয় 'মাইন্ড মান্ত্রা অ্যাবাকাস'-এর সহযোগিতায়।

এদিন সকালে আত্রেয়ীর কলতান আর স্নিগ্ধ বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের ১৫ জন শিক্ষার্থী সমবেত হয়েছিল নদীর ধারে। প্রথাগত চার দেয়ালের ক্লাসরুম ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে তারা শুনলো নদীর জন্মকথা, তার বয়ে চলার গল্প আর মানুষের অত্যাচারে নদীর বিপন্নতার কাহিনী। পাঠশালায় শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশারী সংকল্পের সম্পাদক তথা পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডল, সনাতন প্রামাণিক এবং জয়ন্ত দাস। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, 'নদী না থাকলে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে এবং কীভাবে আমরা প্রকৃতি ও নদীর অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠতে পারি।' পাঠদানের ফাঁকেই পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা উসকে দিতে গাওয়া হয় গান। তুহিনশুভ্র মণ্ডলের লেখা ও সুর করা 'পাখির ডাকে সকাল হলো' এবং 'নদীর জলে চিঠি চলে' গানগুলি গেয়ে শোনায় শিক্ষার্থী দেবার্ঘ্য ও স্বর্ণালী। গানের সুরে আর কথার জাদুতে খুদে পড়ুয়ারা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে মাইন্ড মান্ত্রা অ্যাবাকাসের প্রধান উদ্যোক্তা জয়দীপ ঘোষ বলেন, 'দিশারী সংকল্প দীর্ঘদিন ধরে 'নদীর পাঠশালা'র মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করছে। এই ভাবনাটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের শিক্ষার্থীরাও এই মহৎ শিক্ষার অংশ হোক। তাদের মনে প্রকৃতিপ্রেম জাগিয়ে তুলতে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই কাজ চালিয়ে যাব।' সবশেষে, আত্রেয়ীর পবিত্র জলের ধারে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীরা শপথ নেয় যে, তারা আজীবন নদী ও প্রকৃতির অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে থাকবে এবং পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যখন জলবায়ু পরিবর্তন বড় চ্যালেঞ্জ, তখন বালুরঘাটের এই 'নদীর পাঠশালা' নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

punjab national bank — Together for the better

এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউনাইটেড টাওয়ার, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০০০১
ইমেল : cs6041@pnb.bank.in

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	**এআরএমবি, মুম্বই সিটি,** শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী	বসবাসের ফ্ল্যাট দোতলায় সম্পত্তি অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং এ/পি-১৪৭ /বি, মেট্রোপলিটান কোঅপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড,কলকাতা-৭০০১০৫, থানা : প্রগতি ময়দান, ওয়ার্ড নং ৫৭- কলকাতা পৌর সংস্থা -৭০০১০৫।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক গ) তারিখ ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০.০০ টাকা, খ) ১০,১২,৯০০.০০ টাকা (১৭.০৩.২০২৬ (বেলা ১১ টা) পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০.০০ টাকা	১৭.০৩.২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত।	জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীতী'' বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা ''নির্বর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস'' মোবাইল নম্বর ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি'র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।
দ্রষ্টব্য : কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইনগত পাওনা আইপি'র যেকোনো আইনগত পাওনা আইপি'র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২৫.০২.২০২৬
স্থান : মুম্বই

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ (রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) মেসার্স টি সি এক্সপোনেন্ট মেডিসার্ভিসেস প্রা লি. (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা),** ৭৫ এবং ৭৫/১, জে কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন ৭১২২৫৮ (পব), **খ) প্রণবেশ সরকার (জামিনদাতা),** ৯০/২, ধর্মতলা লেন, উত্তরপাড়া কোৎরঙ (পু), হিন্দমোটর, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৩, **গ) প্রিয়া দাস (জামিনদাতা)** পিতা বিমল দাস ১), রামপুর, কলুরপাড়া , গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৯ , আরও ৯০/২, ধর্মতলা লেন, উত্তরপাড়া কোৎরঙ (পু), হিন্দমোটর, হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৩। **ঘ) কৌস্তভ মুখার্জি (জামিনদাতা),** ৫৪, বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কোন্নগর, পুরসভা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৫। **শাখা : হিন্দমোটর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান ইউনিট এফ-৪, ব্লক -এ এবং বি, ভবনের নাম কৃষ্ণ, অবস্থিত একতলায় পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১২৬৭ বর্গফুট পুরসভা হোল্ডিং নং ৭৫/৪ এবং ৭৫/৪/১ নির্মিত বাস্তু জমি পরিমাপ ৮ কাঠা ১১ ছটাক ২৬ বর্গফুট অবস্